দৈনিক ইনকিলাব

84

তারিখ AUG 09 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও সময়ের চাহিদার উপযোগী করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে

–শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাসস ঃ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও সময়ের চাহিদার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সম্প্রতি যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কোন মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই; বরং সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নত করার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

মাদ্রাসার ছাত্ররা যাতে পরবর্তী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী, বাংলা, অংক, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি, কম্পিউটার সাইন্স-এর মত বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়েছে, স্বার্থান্বেষী মহল তাদের অশুভ রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান সরকারের অবস্থান নিয়ে ভিত্তিহীন খবর ছড়াচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জানান, আসল সত্য হচ্ছে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বাস্তব ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিগত তিন বছরে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরমাণে বাড়িয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ২০৪ কোটি ৪৮ লাখ ব্যয় করা হয় এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে করা হয় ৩২৯ কোটি ১ লাখ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের তুলনায় তা শতকরা ৬০ দশমিক নয় শূন্য ভাগ বেশী।

সরকার ৬ হাজার ১৩২টি স্বীকৃত মাদ্রাসার ১ লাখ ১২ হাজার ৪৯৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর মোট বেতন এবং ভাতার শতকরা ৮০ ভাগ বহন করছে। এই হিসাবে ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেয়া বেতন-ভাতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সূত্রে একথা বলা হয়। তারা জানান, বাংলাদেশে স্বীকৃত মাদ্রাসার মোট সংখ্যা হচ্ছে ৬ হাজার ৮৪৭টি।

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী মাদ্রাসার প্রতিটি ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ। ব্যুরোর সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী মাদ্রাসায় প্রতিটি ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৬ হাজার ৯শ' টাকা অথচ স্কুলের প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় ২ হাজার ৮৪১ টাকা।

কতগুলো মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিন তদন্ত এবং যথাযথ যাচাইয়ের পর সরকার সম্প্রতি ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল এবং মাসিক বেতন-ভাতা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে।